খদ্দের –

অরবিন্দ সিংহ

উত্তর কলকাতার ডানলব মোড়ে একটা লোকের বিশাল মুদিখানার দোকান। যেমনি দোকান তেমনি বিক্রি। এই দোকানের উদ্বৃত্ত রসধারায়–লোকটা গাড়ী বাড়ী জমিন জায়গা সুন্দরী বউ সবই করল। সমুদ্র মন্থনের মত উথলে ওঠার কল-কল্লোলে এবার অহংকারটা যেন দিনে দিনে ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেমন কোন গরীব খদ্দের যদি গিয়ে বলে, "আড়াইশ চাল দিন না।" তখন লোকটা শুকনো মুখ করে অন্য খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে থাকত। গরীব লোকটা বার দু 'য়েক বলার পর চালটা ওজন করার জন্যে কর্মচারীকে নির্দেশ দিত। আর চালটা দিতে দিতে বলত, "কী আড়াইশ করে চাল নিতে আসেন!" দুঃস্থ খদ্দেরটা তখন সবার সামনে অপমানিত হয়ে, মুখটা নীচু করে বেরিয়ে যেত। এমনি ভাবে একদিন এক ভিখারি বুড়ী এসে বলেন, "এক টাকার সরষের তেল, আর মসুর ডাল এক টাকার দাওনা বাবা।" এইভাবে বার চারেক বলার পর লোকটা বলে, 'যান যান। ঐ এক টাকার ডাল-ফাল এখানে হবে না।" অমইন বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে বলেন, "কী ! এত অহংকার ! একদিন আমাদের মত লোকেদের জন্যে তোকে চেয়ে বসে থাকতে হবে"। লোকটা তখন একটা বিদ্রুপ হাসি হেসে দিয়ে অন্যদিকে মূখ করল । সেই ঘোরন মুখটা আজ পথের দিকে রেখে, খদ্দের শুনতে শুনতে দিন চলে যায়। হঠাৎ দ্যাখে ঐ ভিখারী বুড়িটা পাশের দোকান থেকে কিছু মাল কিনে যেতে যেতে লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুচকি হাসেন। সেই হাসিটা যেন অর্জুনের হাজার বাণ হয়ে তাকে শরশয্যায় শায়িত করল। সেই শয্যায় ছটপট করতে করতে লোকটা দোকানের ঝাপটা ফেলেদিল। তবু ও শান্তি নেই। কারণ আবার সেই বউ ছেলের গাড়ী এক্সীডেন্টের বীভৎস দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর এমন সময় পুরনো কর্মচারীরা তাদের নতুন মালিকের দোকানে 'পট্‌পট্‌ চট্‌চট্‌' করে শব্দ তুলে খৈনি ঝাড়ে।

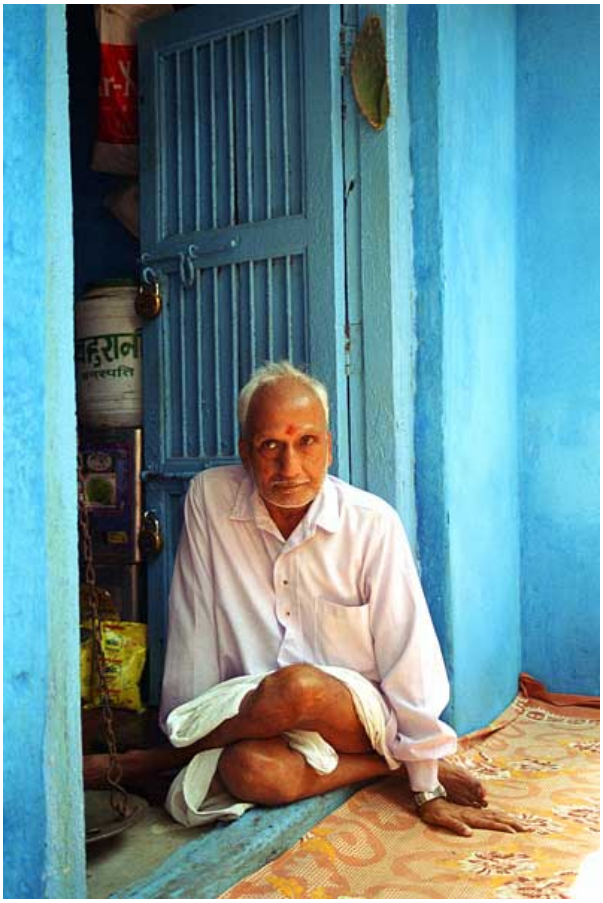

অরবিন্দ সিংহ, ১৫/০৩/২০০৭, কোলকাতা